**আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ**

**বাংলাদেশ ব্যাংক**

**প্রধান কার্যালয়**

**ঢাকা।**

***Website: www.bb.org.bd***

**ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০**

**তারিখঃ ২০ ভাদ্র ১৪২৯ / ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২**

**ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**
**বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।**

**প্রিয় মহোদয়,**

**ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০/২০১৫, সার্কুলার নং-১৪/২০১৫, সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০২০, সার্কুলার নং–০৯/২০২১ এবং সার্কুলার লেটার নং-১৩/২০২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব, বহিঃবিশ্বে যুদ্ধাবস্থাসহ নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, মাঝারি ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিরূপভাবে প্রভাবিত হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ সহজীকরণের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত ডাউনপেমেন্ট ও মেয়াদ যৌক্তিক করে এ নীতিমালা জারি করা হলো।

**৩। সাধারণ নির্দেশনাবলীঃ**

কেবলমাত্র বিরূপমানে (নিম্নমান, সন্দেহজনক, মন্দ/ক্ষতি) শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল করা যাবে এবং Standard বা Special Mention Account (SMA) মানে রয়েছে এরূপ ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনর্গঠন করা যাবে। পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন এর আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে–

**(ক)** ক্ষুদ্র/মাঝারি/বৃহৎ সকল শ্রেণির গ্রাহকের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান–গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

**(খ)** এ নীতিমালার আওতায় ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন এর ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম হতে উৎসারিত নগদ প্রবাহ (Business Cash Flow), আর্থিক বিবরণী (Financial Statements), ঋণ বিতরণকালীন নিয়মাচার পরিপালন (Due Diligence), গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, জামানত, ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা/০২

**(গ)** ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত নীতিমালা থাকতে হবে। উক্ত নীতিমালা এ সার্কুলারে বর্ণিত নিয়মাবলীর চেয়ে সহজতর হবে না।

**(ঘ)** আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রেডিট কমিটি লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তারল্য এবং অন্যান্য গ্রাহকের চাহিদার উপর ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের প্রভাবও ক্রেডিট কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করবে।

**(ঙ)** ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে পর্ষদকে ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

**(চ)** কোন গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্টের অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের কিস্তি বা এর অংশ হিসেবে আদায়কৃত অর্থ ডাউনপেমেন্ট হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

**(ছ)** ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকালে স্বল্পমেয়াদি/এক বছরের বা তার কম মেয়াদের জন্য প্রদত্ত ঋণকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে রূপান্তরের কারণ ও যৌক্তিকতা প্রস্তাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

**৪। ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনে ন্যূনতম ডাউনপেমেন্ট ও সর্বোচ্চ সময়সীমাঃ**

**(ক)** ঋণ পুনঃতফসিলে ডাউনপেমেন্ট হবে নিম্নরূপ:

| **পুনঃতফসিলের দফা** | **ন্যূনতম ডাউনপেমেন্ট (পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে)** |
|---|---|
| প্রথম দফা | মোট বকেয়ার ৪% অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৭%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম। |
| দ্বিতীয় দফা | মোট বকেয়ার ৫% অথবা, মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৮%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম। |
| তৃতীয় দফা | মোট বকেয়ার ৬% অথবা, মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৯%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম। |

**(খ)** পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের মেয়াদ হবে গ্রাহককে প্রদত্ত মঞ্জুরীপত্রের (Sanction Letter) তারিখ হতে নিম্নরূপ:

**(১)** প্রথম দফা পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ বছর বা ৭২ মাস।

**(২)** দ্বিতীয় দফা পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বছর বা ৬০ মাস।

**(৩)** তৃতীয় দফা পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বছর বা ৬০ মাস।

**(গ)** শ্রেণিকৃত ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনযোগ্য হবে। তবে, গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে শিল্প/ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার

চলমান পাতা/০৩

পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে। চতুর্থ দফা পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তৃতীয় দফা পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের অনুরূপ ডাউনপেমেন্ট ও মেয়াদ প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত ঋণ অধিগ্রহণ (Takeover)-এর মাধ্যমে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত হয়েছে এরূপ ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন/পুনঃতফসিলকরণের ক্রম প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে, পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন প্রস্তাব মূল্যায়নকালে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের নিকট হতে ঘোষণাপত্র সংগ্রহ করবে এবং তা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে।

**৫। পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনের শর্তাবলী:**

**(ক)** জাল/জালিয়াতি বা অনিয়মের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না;

**(খ)** ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন প্রস্তাব পর্যালোচনার নিমিত্তে **সংযুক্তি 'ক'**-তে বর্ণিত তথ্যাদি পরিচালনা পর্ষদ বরাবর উপস্থাপন করে এর কপি সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য যাচাই বাছাই করতে পারবে;

**(গ)** বিভিন্ন প্রকৃতির ঋণকে একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে না।

**(ঘ)** ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন কালে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে।

**(ঙ)** পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকৃত ঋণের শর্তানুযায়ী ন্যূনতম ৬ (ছয়) টি মাসিক/২ (দুই) টি ত্রৈমাসিক কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ আদায় না হলে পুনর্বার ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে না ।

**(চ)** পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকৃত ঋণ সমান মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে;

**(ছ)** এ নীতিমালা জারির পূর্বে কোন ঋণ ৩ (তিন) বা ততোধিকবার পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন হয়ে থাকলে এ নীতিমালা জারির পর সংশ্লিষ্ট ঋণ/লিজ হিসাবকে বিশেষ বিবেচনায় আরো একবার পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে, যা ৪র্থ দফা পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন বলে বিবেচিত হবে।

(জ) ৪র্থ বার পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করার পরও ঋণ আদায় না হলে মন্দমানে শ্রেণিকৃত করে ঋণ আদায়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**(ঝ)** ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকালে গ্রাহকের নিকট প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ (আরোপিত/অনারোপিত সুদ/মুনাফা সমেত) যথাযথ হিসাবায়ন এবং নথিতে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকৃত অর্থের পরিমাণ যাতে আসল ও তহবিল ব্যয় অপেক্ষা কম না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

**(ঞ)** পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকৃত ঋণের অনাদায়ী কিস্তি ৬টি মাসিক কিস্তি অথবা ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তির সমান হলে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবটি মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণপূর্বক সিএল বিবরণী ও ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে রিপোর্ট করতে হবে।

চলমান পাতা/০৪

**(ট)** বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা লঙ্ঘন করে কোন গ্রাহকের ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ এই সার্কুলারের আওতায় পরবর্তী দফায় পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে না।

**৬। পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ ও সংস্থান হিসাবায়নঃ**

**(ক)** পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবের সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতীত আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী স্থগিত সুদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

**(খ)** পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংস্থান সংরক্ষিত না হয়ে থাকলে পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী শ্রেণিমানের উপর ভিত্তি করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

**(গ)** কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলের সাথে সাথে উক্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী সময়ে রক্ষিত সংস্থান/সংস্থানের অংশ বিশেষ আয়খাতে স্থানান্তর বা অন্যান্য ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থানের সাথে সমন্বয় করা যাবে না। পুনঃতফসিল পরবর্তী সময়ে, পূর্বে সংরক্ষিত সংস্থান/সংস্থানের অর্থ নতুন পরিশোধসূচী অনুযায়ী কিস্তি আদায় সাপেক্ষে আনুপাতিক হারে ডিএফআইএম সার্কুলার নম্বর-১১, তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ এর ১২(ক)(১) অনুচ্ছেদের "আদায় এবং আর প্রয়োজন নাই এমন সংস্থান" শিরোনামের অধীনে সমন্বয় করা যাবে।

**৭। ঋণ শ্রেণিকরণ ও ঋণের শ্রেণিমান পরিবর্তন সম্পর্কিত নির্দেশনাঃ**

**(ক)** খেলাপি ঋণ গ্রহীতা অর্থ এফআইডি সার্কুলার নং-১৩/২০০১ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত খেলাপি ঋণ/লিজ গ্রহীতা।

**(খ)** পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ব্যাংক কোম্পানি আইনের ২৭কক(৩) ধারা এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন বিরূপ শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংস্থান সংরক্ষণ করতে পারবে।

**(গ)** বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনকালে এ নীতিমালা অনুযায়ী সকল শর্ত পরিপালিত হয়েছে কি-না তা পরীক্ষান্তে পরিদর্শন দল পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকৃত ঋণের শ্রেণিমানের বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

**৮।** এ নীতিমালার আওতায় ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সংক্রান্ত যে কোন আবেদন বিধি-বিধান মেনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিষ্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন/অনাপত্তির কোন আবশ্যকতা নেই।

**৯।** অত্র সার্কুলারের ৪(গ) এবং ৫(ছ) উপনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব চতুর্থ দফায় পুনঃতফসিলিকরণের পরও ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ গ্রহীতা গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি স্বভাবজাত ঋণ খেলাপী হিসেবে গণ্য হবেন। এ বিবেচনায় কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব সম্মিলিতভাবে ৪ (চার) বারের বেশি পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে না। সর্বমোট ৪ (চার) বার পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করার পরও ঋণ আদায় না হলে পাওনা আদায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ সংস্থান সংরক্ষণ করবে।

চলমান পাতা/০৫

**১০।** ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন/মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত সার্কুলার নং-১০/২০১৫, সার্কুলার নং-১৪/২০১৫, সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০২০, ডিএফআইএম সার্কুলার নং–০৯/২০২১ এবং সার্কুলার লেটার নং-১৩/২০২২ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

**১১।** এ নীতিমালা জারি হওয়ার পূর্বে ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১৩/২০২২ এর অধীনে কোন ঋণ অশ্রেণিকৃত/নিয়মিত হয়ে থাকলে সে সকল ঋণ হিসাবও এ নীতিমালার আওতায় পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে।

**১২।** বিচারাধীন/আদালতের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে এরূপ ঋণ এ নীতিমালার আওতায় পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে না।

**১৩। রিপোর্টিং:**

**(ক)** পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠনকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য (RS-1, RS-2, RS-3, RS-4 ইত্যাদি ক্রমিকে) বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে প্রেরণ করতে হবে।

**(খ)** সুদ মওকুফপূর্বক কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল করা হলে ঐ সকল হিসাবের তথ্য (RSIW-1, RSIW-2, RSIW-3, RSIW-4 ইত্যাদি ক্রমিকে) বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) Rationalized Input Template (RIT) ব্যবহার করে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে পুনঃতফসিল ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের বিষয়ে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৯, তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১২ এর নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে। পুনর্গঠনকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবের ক্ষেত্রেও উক্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

**(মোঃ আমির উদ্দিন)**
পরিচালক (ডিএফআইএম)
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮

**সংযুক্তি–ক**

**ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ এর পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন এর আবেদন মূল্যায়নে আবশ্যকীয় তথ্যাদি।**

**ক. সাধারণ তথ্যাবলী:**

| | | |
|---|---|---|
| **ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি:** | | |
| ১. | গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নাম : | |
| ২. | ঋণ/লিজের ধরণ : | |
| ৩. | ঋণ চুক্তি নম্বর : | |
| ৪. | মূল ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের পরিমাণ : | |
| ৫. | ঋণের অর্থ ছাড়করণের তারিখ ও মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ৬. | সুদের হার : | |
| ৭. | কিস্তির ধরণ (মাসিক/ত্রৈমাসিক/অন্যান্য) এবং মোট কিস্তির সংখ্যা : | |
| ৮. | মাসিক/ত্রৈমাসিক/অন্যান্য কিস্তির পরিমাণ : | |
| ৯. | প্রস্তাবিত ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করার পূর্বে প্রদত্ত মোট কিস্তির সংখ্যা : | |
| ১০. | প্রস্তাবিত ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করার পূর্বে মোট বকেয়া কিস্তির সংখ্যা : | |
| **পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি: (প্রতিবারের জন্য আলাদা আলাদা ছকে তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে)** | | |
| ১. | ঋণ চুক্তি নম্বর : | |
| ২. | ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন এর দফা (১ম/২য়/৩য়/তদূর্ধ্ব) : | |
| ৩. | পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনকৃত ঋণের মেয়াদ: | |
| ৪. | আদায়কৃত ডাউন পেমেন্টের (Down payment) পরিমাণ (বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির কত %) : | |
| ৫. | ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : | |
| ৬. | সুদের হার : | |
| ৭. | কিস্তির ধরণ (মাসিক/ত্রৈমাসিক) : | |
| ৮. | মোট কিস্তি সংখ্যা : | |
| ৯. | কিস্তির আকার (কোটি টাকায়) : | |
| ১০. | প্রদত্ত মোট কিস্তি সংখ্যা : | |
| ১১. | মোট বকেয়া কিস্তি সংখ্যা : | |
| ১২. | পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের মেয়াদ শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : | |
| ১৩. | বিদ্যমান সময় (মাস) : | |
| ১৪. | বিদ্যমান স্থিতি (কোটি টাকা) : | |
| **ঋণের বর্তমান অবস্থা :** | | |
| ১. | বর্তমানে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির পরিমাণ (কোটি টাকায় ও ভিত্তি তারিখ) : | |
| ২. | মোট বকেয়ার পরিমাণ/Total Outstanding (কোটি টাকায় ও ভিত্তি তারিখ) : | |
| ৩. | সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ : | |
| ৪. | পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের কারণ : | |
| ৫. | ঋণ গ্রহণকারী গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ঋণের অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের সপক্ষে প্রমাণক : | |
| **প্রস্তাবিত পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করার শর্তসমূহ:** | | |
| ১. | ঋণ চুক্তি নম্বর : | |
| ২. | ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের পরিমাণ (টাকা) : | |
| ৩. | পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের মেয়াদ : | |
| ৪. | সুদের হার : | |
| ৫. | কিস্তির ধরণ (মাসিক/ত্রৈমাসিক/অন্যান্য), সংখ্যা ও পরিমাণ : | |
| ৬. | সময়কাল (পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের মেয়াদ শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ) : | |
| ৭. | এ সংক্রান্ত শর্তাদি : | |

**খ. ঋণের সুদ, সংস্থান ও জামানতসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি:**

১. ডাউন পেমেন্টের (Down payment) সপক্ষে প্রমাণক (Cheque/Draft/Deposit slip+Bank Statement etc.)

২. জামানতের বিবরণ:

(ক) বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ:

| ক্রমিক নং | জমির পরিমাণ | অবস্থান | বাজার মূল্য | Forced Sale Value |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(খ) বন্ধকী সম্পত্তির বিপরীতে পারিপাসু (Pari Passu) রয়েছে কি-না, থাকলে তার বিবরণ (মূল্যমান ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিভাজন):

(গ) FDR এর বিপরীতে ঋণ প্রদত্ত হলে :

চলমান পাতা/০২

| ক্রমিক নং | পরিমাণ | মেয়াদপূর্তির তারিখ | ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান | ইনস্ট্রুমেন্টের নম্বর ও তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(ঘ) ৩য় পক্ষীয় জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদত্ত হয়ে থাকলে জামানত প্রদানকারীর সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক:

(ঙ) অন্যান্য

৩. ঋণ (ঋণের অংশ/সুদ/চার্জ ইত্যাদি) মওকুফ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

| তারিখ | পরিমাণ | অনুমোদনকারী | কারণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

৪. ঋণের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন:

| তারিখ | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার/ কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও সেল ফোন নং | অনিয়মের বিবরণ (যদি থাকে) | গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থার বিবরণ(বিস্তারিত প্রতিবেদন নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

৫. বিচারাধীন/আদালত সংক্রান্ত তথ্য:

ক. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

| ক্রমিক নং | মামলা নং ও ধরণ | মামলা দায়েরের তারিখ ও সংশ্লিষ্ট কোর্টের নাম | মেয়াদ | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

খ. Stay Order সংক্রান্ত তথ্য:

| ক্রমিক নং | ইস্যুর তারিখ | মেয়াদ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | | |

৬. স্থগিত সুদ (Interest Suspense) সংক্রান্ত তথ্য:

ক. সর্বশেষ স্থিতি ও তারিখ

খ. সংশ্লিষ্ট গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের স্থগিত সুদ হিসাব বিকলিত হয়ে থাকলে–

| ক্রমিক নং | বিকলনের তারিখ | পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | | |

৭. অনারোপিত সুদের পরিমাণ :

৮. অনারোপিত সুদসহ প্রাপ্য অর্থ ও তারিখ :

৯. ঋণের বিপরীতে সংরক্ষিত সংস্থানের স্থিতি (Specific সংস্থান যদি থাকে) ও ভিত্তি তারিখ :

১০. (ক) সর্বশেষ গৃহীত সিআইবি (CIB) অনুযায়ী আলোচ্য গ্রাহকের ঋণের সার্বিক তথ্য (Exposure) ও ঋণের শ্রেণিমান ঃ

| ক্রমিক নং | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের সর্বশেষ বকেয়া স্থিতি | শ্রেণিমান | | | | | Stay Order (যদি থাকে) এর নং ও মেয়াদ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STD | SMA | SS | DF | BL | | |
| ১. | | | | | | | | | |
| ২. | | | | | | | | | |
| সর্বমোট= | | | | | | | | | |

(খ) ঋণটি পূর্বে বিরূপমাণে শ্রেণিকৃত হয়ে থাকলে–

| ক্রমিক নং | শ্রেণিমান | বিরূপমানে শ্রেণিকৃত থাকার মেয়াদকাল | কারণ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

১১. সর্বশেষ CL status ঃ

১২. প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, প্রদত্ত সকল তথ্য নির্ভুল ও সঠিক এবং বর্ণিত তথ্যাদির সমর্থনে যাবতীয় দলিলাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষিত আছে।

(প্রস্তুতকারী)
নাম:
পদবী:

(পরীক্ষাকারী)
নাম:
পদবী:

(প্রতিস্বাক্ষরকারী)
নাম:
পদবী: